Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

8 September 2023 / 22 Safar 1445H

কোরানের গল্পসমূহঃ

নবী মুসা (রাঃ)র গল্পঃ জ্ঞানই ধর্মবিশ্বাসের মূল চাবিকাঠি

الحَمدُ لِلَّهِ الذِي يُرِيدُ بِعِبَادِهِ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِمُ العُسْرَ، وَحَذَّرَهُم مِنَ التَّشَدُدِ والتَّنَطُّعِ وَالكُفْرِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً كَافِلَةً لِحُسْنِ الخِتَامِ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ مُبَلِّغُ الشَّرَائِعِ وَالأَحْكَامِ وَمُبَيِّنُ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَفضَلَ صَلاَةٍ وَأَزكَى سَلاَمٍ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

My beloved brothers and sisters in Islam,

Let us continue in our efforts to elevate our *taqwa* towards Allah (s.w.t.), by obeying all of His orders, and by abstaining from all of His prohibitions.

ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

প্রতিদিন সুরা আল ক্বাফ পাঠ করা নবী করিম (সঃ)র একটি সুন্নাহ। আর এর নিশ্চয়ই কোন ভাল কারণ আছে। এই সুরাতে শুধুমাত্র নানা জ্ঞান বা প্রজ্ঞার কথা যে বলা আছে তাই নয়, এই সুরা থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য শেখার আছে অনেক কিছু। সবরকম সমাজব্যবস্থার নানান স্তরের লোকেরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

এই সুরার অনেকগুলি গল্পের মধ্যে আমি নবী মুসা (রাঃ) ও সাইয়্যেদেনা খিদির (আঃ) এর গল্পটিই এখানে আপনারা যাঁরা আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাদেরকে শোনাবো।

আমার মতে এই গল্পটিতে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। গল্পের শুরু হয় নবী মুসা (আঃ) এর জ্ঞান অর্জনের প্রতি যে স্পৃহা এবং দৃঢ়তা আছে তা নিয়ে। তিনি সর্বদা একজন কাউকে খুঁজতেন যাঁর জ্ঞান গরিমা নবী মুসা (আঃ) এর চেয়ে বেশী। ইসলামিক জ্ঞান সম্পন্ন এই মানুষটি হলেন খিদির (আঃ)।

সুরা আল ক্বাফের ৬৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করেছেন,

: *মূসা (আলাইহিস-সালাম) তাঁকে বিনয় ও নম্রতার সুরে বললেন: আমি কি এ ব্যাপারে আপনার*

قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

অনুসরণ করতে পারি যে, আপনি আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান দিবেন যা হবে মূলতঃ সঠিক নির্দেশনা।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর, খিদির (আঃ) নবী মুসা (আঃ) এর অনুরোধ রাখতে সম্মত হলেন। নবী মুসা (আঃ) খিদির (আঃ) এর সাথে দীর্ঘ আলাপের যে পথ একত্রে চলেছিলেন সেই পথে খিদির (আঃ) অনেক কিছু করেছিলেন যা নবী মুসা (আঃ)কে অস্থির ও পীড়িত করে তুলেছিল। মুসা (আঃ) কিছুতেই খিদির

(আঃ) এর এইসব বিভ্রান্তিকর কাজকর্মের মাথামুন্ডু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এবং তাই তিনি খিদির (আঃ) কে এ নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না।

যাই হোক, অবশেষে এটা নবী মুসা (আঃ)এর কাছে পরিষ্কার করা হয়েছে যে, খিদির (আঃ) এর প্রতিটি কাজের পিছনে একটি যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। তাঁর প্রতিটি কাজের পিছনে গভীর প্রজ্ঞা ছিল যা নবী মুসা (আঃ) তখন বুঝতে পারেন নি। তাঁর প্রতিটি কাজের কারণগুলি নবী মুসা(আঃ)এর কাছে গোপন করা হয়েছিল। আসলে খিদির (আঃ) তাঁর প্রতিটি কাজ মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশেই তিনি সম্পাদনা করেছেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এই একটি গল্প যেখান থেকে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে জ্ঞানের অন্বেষনে এবং সেই জ্ঞানের উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট পরিমানে নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

সুরা আল ইস্রার ৩৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন;

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ -এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে"।

এই আয়াতটিতে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি সতর্ক বানী আছে। এই সতর্কতাটি হলো, যে বিষয়ে কারো কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ের অন্ধ অনুসারী না হওয়া। এর কারণ, পরকালে আমাদেরকে প্রতিটি কাজের জন্য, প্রতিটি মতামতের জন্য, প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালীন সময়ে আমাদের বলা প্রতিটি কথার জন্য, আমাদের কৃত প্রতিটি কাজের জন্য মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন, অতএব এখানে কোন ভুল করা

যাবে না। তাই, কোন বিষয়ে ভাল করে না জেনে সেই বিষয়ে কোন কথা বলা বা কোন কাজ করা যাবে না। আমাদের জীবন জ্ঞানের আলোয় পরিপূর্ণ করলে তবেই আমরা আমাদের জীবন সুন্দর ভাবে যাপন করতে পারব। এই জ্ঞান প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট হলে পর ধর্মীয় নীতিমালা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে আমরা আমাদের ধর্মীয় জীবনও গভীর আস্থার সাথে যাপন করে যেতে পারব। মানুষ হিসাবে আমরা সত্যিকারভাবে বিকশিত হতে পারব যদি আমাদের ভেতরে জ্ঞানের আলো পরিপূর্ণ থাকে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আমরা আমাদের জীবনে কর্তৃত্বপূর্ণ ও পরিপূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞানের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারি না। এর অভাবে দেখা দেবে বিভ্রান্তি এবং অস্পষ্ট ও দ্বিধা-দ্বন্দেপূর্ণ ধর্মীয় চর্চা বেড়ে যাবে।

নবী মুসা (আঃ) এর এই গল্প থেকে আমরা শিখতে পারি যে, কোন বিষয়ে উল্লেখ করতে হলে সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়াটা অত্যন্ত জরুরী তা জ্ঞান–বিজ্ঞানের যে কোন শাখাতেই হোক না কেন। যদি এটা হয় চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কীয়, তবে আমাদের পরামর্শ করতে হবে একজন চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদের সংগে। একইভাবে, যদি তা আমাদের প্রশ্ন হয় ধর্মীয় বিষয়ক, তবে একজন প্রত্যয়িত উস্তাজার কাছে থেকে এর উত্তর জেনে নেয়া দরকার।

আসলে, ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা আসলে তার প্রতি আমাদের মানসিকতা দেখলে আমাদের লজ্জা বোধ হয়। যখন সমগ্র বিশ্ব নিয়ে কোন প্রসংগ আসে তখন আমরা সেই ব্যাপারে বিশারদদের শরণাপন্ন হই। যখন স্বাস্থ্য বিষয়ে কোন প্রশ্ন আসে আমরা পরামর্শের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশারদের শরণাপন্ন হই।

যখন অর্থ বিষয়ক কোন পরামর্শের প্রয়োজন হয় তখন সেই বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ আমরা নির্দেশনার জন্য তখন তাঁর শরণাপন্ন হই। কিন্তু যখন ধর্মীয় বিষয়ে কোন প্রসংগ আসে তখন আমরা কি করি? তখন আমরা সেই ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য অনলাইনে চলে যাই। আসলে আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, এই অনলাইনে জানতে চাওয়া, বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন পাতায় বা

অনলাইনের কিছু নির্দিষ্ট এপলিকেশনগুলি থেকে আমরা যে তথ্য পাই **শুধু** সেগুলি কি আমাদের জন্য যথেষ্ট?

সম্মানিত মুসলমানবৃন্দ,

আজকালকার এই যুগে এটা আরো বেশী জরুরী হয়ে পরেছে যে আমাদের ধর্মীয় তথ্যের উৎস সম্পর্কে অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ক তথ্যটি কোথা থেকে আসছে বা কে দিয়েছে তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। আসলেই কি সেই উৎসগুলি নির্ভরযোগ্য? যে তথ্যগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি কি পরিপূর্ণ তথ্য? নানান রকম যোগাযোগ মাধ্যম, নানান প্ল্যাটফর্ম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা আজকাল খুব সহজ হয়ে গেছে। তবে অনেকসময় এই তথ্যগুলি বিশ্বাসযোগ্য হয় না বা ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা বা রীতিনীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। আর কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের ব্যাক্তিগত প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে থাকেন।

এবং এই ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকা দরকার। আমরা এবং আমাদের পরিবারের সদস্যরা প্রতিনিয়ত এমন সব বিভ্রান্তিকর তথ্য দেখতে পাচ্ছি। হতে পারে আমরা অনলাইনে প্রকাশিত এমন কোন অবিশ্বস্ত ব্যাক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি। ধর্মীয় শিক্ষাদানের নামে এই সমস্ত ঠগ, প্রতারক ব্যাক্তিত্ব যারা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করতে পারে তাদের সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। আর যে সমস্ত ধর্মীয় বক্তব্য যা বিশ্বাসজনক মনে হয় না সেগুলি সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। মুসলমান হিসাবে আমাদের চোখ রাখা দরকার তাদের ওপর যারা মুসলমানদের একটি সঙ্ঘবদ্ধ উম্মাহ হিসাবে একত্রিত না করে তাদেরকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে।

আমাদের এটা নিশ্চিত করা দরকার যে, আমাদের সন্তানেরা শুধুমাত্র আমাদের ধর্মীয় আচার- আচরণগুলিই চর্চা করছে না। বরং তারা আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে। এটা আমাদের নিশ্চিত করা কর্তব্য যে, আমরা এবং আমাদের পরিবার যে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করছি তা কেবল নির্ভরযোগ্যই নয় , বরং তা প্রচলিত

ধর্মীয় ব্যাখ্যার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা আমরা তখনিই নিশ্চিত করতে পারব যখন আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের ক্লাসরুমটি একটি অনুমোদিত অবস্থান থেকে পরিচালিত হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষা যিনি প্রদান করছেন তিনি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ও সর্বস্বীকৃত আসাতীজাহ দ্বারা পরিচালিত।

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন ধর্মীয় জ্ঞান বোঝার তৌফিক আমাদেরকে দেন। আমরা যে ভাল কাজগুলি করার চেষ্টা করি মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাতে সন্তুষ্টি লাভ করেন। এবং তিনি যেন ন্যায়পরায়ণশীল ব্যাক্তিদের সংগে আমাদেরকেও বেহেশতে নাজিল করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.